দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 OCT 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়ন

নেত্রকোনা জেলার ৫৯ হাজার শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। খবরটি দৈনিক বাংলার। এ খবরের একটি হিসাব থানাওয়ারী। আর তা হলো ঃ নেত্রকোনার ১০ থানার তিন থানায় শিক্ষা অফিসার নেই। ১৩ সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা নেই। ১২ প্রধান শিক্ষক নেই। ৩৫ সহকারী শিক্ষকের পদশূন্য আছে। এ জেলার দুটি থানা এলাকা একেবারেই বিচ্ছিন্ন। পানির জন্য খালিয়াজুরি ও মদন থানায় বছরের অধিকাংশ সময় বিদ্যালয় বন্ধ থাকে। এ জেলায় ৬৩ সরকারী, ৪৫৪ রেজিস্টার্ড এবং ১৪৮ রেজিস্ট্রিবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এ হিসাবে বলা হয়েছে, দশটি থানায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার উপযুক্ত শিশুর সংখ্যা ৩ লাখ ৬৩ হাজার। বিদ্যালয়ে যাচ্ছে এমন শিশুর সংখ্যা ৩ লাখ ৫৯ হাজার। অর্থাৎ তিন লাখ ৫৯ হাজার শিশুর পড়বার ব্যবস্থা আছে।

উপরের হিসাব থেকে যে চিত্র পাওয়া যায় তা একেবারেই হতাশাব্যাঞ্জক—সে কথা নিশ্চয়ই বলা চলে না। এ সংখ্যাও আদৌ কম নয়। এখানে প্রকৃতপক্ষে জানার বিষয়, এ সকল বিদ্যালয়ে সঠিক পড়াশুনা হচ্ছে কিনা। এ সকল বিদ্যালয়ে শিশুদের নিয়মিত হাজিরা হয় কিনা। নাকি এ বিদ্যালয়গুলি থেকে একটা আনুমানিক হিসাবের গড় এনে পত্রপত্রিকায় নিয়মিতভাবে ছাপান হচ্ছে।

এ প্রশ্ন উঠেছে সঙ্গত কারণে। কারণ, লক্ষ্য করা যাচ্ছে—শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু হবার পর নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তুলনামূলকভাবে হাজিরাও নিয়মিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু না হওয়ায় সে সকল বিদ্যালয়ে হাজিরা খাতায় নাম থাকলেও ছাত্রদের উপস্থিতি সংখ্যা তেমন নিয়মিত নয়। এবং এও লক্ষ্য করা গেছে যে দেশের কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সম্পর্কে কোন মূল্যায়ন না হওয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বড় খবর হয়ে দাঁড়িয়েছে বিনামূল্যে বই পাওয়া, গম পাওয়া এবং শিক্ষক থাকা বা না থাকার সমস্যা। লক্ষ্য করা গেছে, দেশের অসংখ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের থানা শিক্ষা অফিসে কাজ করান হচ্ছে বিদ্যালয় থেকে অবসর দিয়ে। অথচ ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে ঐ শিক্ষক বেতন-ভাতা পাচ্ছেন। কিন্তু কোন দিনই ঐ বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না। কোনদিন শিক্ষা অফিসারের সাথে বিরোধ দেখা দিলে পত্রপাঠ বিদায় হচ্ছেন। অথচ এ কর্মকান্ড আদৌ বৈধ নয়।

তবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ শূন্য আছে—এ কথা সত্য। কিন্তু সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে ছাত্রদের নিয়মিত গরহাজির পাওয়া এবং শিক্ষার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কোন মহলের নিয়ন্ত্রণ না থাকা।

এই দেশের প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ খবর হচ্ছে ছাত্র-শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে উপিস্থিতির এবং বিদ্যালয়ে নিয়মিত লেখা পড়া করার। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কোন পত্রপত্রিকায়ই এ ধরনের কোন খবর কোনদিন আসে না। শুধুমাত্র থানা বা জেলা শিক্ষা অফিস থেকে একটা হিসাব সংবাদপত্রে পাঠিয়ে দেয়া হয়—যা প্রকৃত শিক্ষা পরিস্থিতির আদৌ কোন প্রতিফলন নয়।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এদিকে একটু নজর দিলে ভাল হয়। কারণ প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা এ খাতে ব্যয় হচ্ছে, আদৌ কোন মূল্যায়ন ব্যতিরেকে।